দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

ছাত্রছাত্রীদের হাতে এখনো বই পৌঁছেনি

❑ শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদ্বেগ ❑ সাময়িক পরীক্ষা না হওয়ার আশংকা

চলতি শিক্ষা বছরের দু' মাস ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু অনেক স্থানে ছাত্রছাত্রীদের হাতে এখনো বই পৌঁছেনি। এ নিয়ে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে। এ সম্পর্কে আমাদের রংপুর ও সাঁথিয়া প্রতিনিধি জানিয়েছেন বিস্তারিত খবর।

রংপুর থেকে মাহাবুব রহমান জানান ঃ মাধ্যমিক পর্যায়ের 'শিক্ষা বোড'–এর বই সংকটের কারণে এ বছর জেলার মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা না হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা উৎকণ্ঠার সাথে এই আশংকা প্রকাশ করেছেন। শিক্ষাবর্ষের ২ মাস পেরিয়ে গেলেও অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর হাতে এখনো বই পৌঁছেনি। আবার কিছু বই পাওয়া গেলেও তা নির্ধারিত মূল্যের ৩/৪ গুণ দামে বিক্রি হচ্ছে।

জেলা শহর ও গ্রাম পর্যায়ের বেশ কিছু শিক্ষা পতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, শিক্ষাবর্ষের ২ মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত বিশেষ করে সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বই লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার বেশ কিছু লাইব্রেরিতে পাওয়া গেলেও তা নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক দামে বিক্রি করছে। আবার অনেকে এই বইয়ের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে নোট বই চাপিয়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতির মুখে ছাত্রছাত্রীসহ শিক্ষক ও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। ছাত্রছাত্রী বই সংকটের ফলে ক্লাস করতে পারছে না। শিক্ষকরা বলছেন এই অবস্থায় এ বছর রংপুরের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা না হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, সরকারের ভ্রান্তনীতি এবং বোর্ড বই সরবরাহে কতিপয় ব্যবসায়ীর অতিরিক্ত মুনাফা লোভের ফলে এ রকম বই সংকট পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন লাইব্রেরিতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, রংপুরের বাজারে সপ্তম শ্রেনীর কিছু বই পাওয়া গেলেও প্রধান বইগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে সপ্তম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি, সমাজ বিজ্ঞান এবং নবম শ্রেণীর ইংরেজি, জ্যামিতি, সাধারণ বিজ্ঞান, ভূগোল, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান ও উচ্চতর বীজ গণিত বই রয়েছে।

এদিকে বই ব্যবসায়ীরা বলছেন, বিগত বছরগুলোতে বোর্ড বই মুদ্রণের ব্যাপারটি কেবল ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে কারণে সবগুলো বই একযোগে ঢাকা থেকে পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমান সরকার বোর্ডের বই মুদ্রণের ব্যাপারে টেন্ডারের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার বড় বড় ব্যবসায়ীকেও কাজ দেয়। এতে দেখা গেছে মূলত ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, খুলনা, যশোর ও বগুড়ার ব্যবসায়ীরা এই মুদ্রণের কাজ পেয়েছে। বই সংগ্রহের জন্য বই ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন জেলায় ছুটতে হচ্ছে, এর ফলে এই বই সংকট সৃষ্টি হয়েছে। টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক রংপুরসহ বিভিন্ন জেলা এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে; কিন্তু তাদের কাছে বই সরবরাহ ঠিকমত হচ্ছে না বলে খবর পাওয়া গেছে।

হাবিবুর রহমান স্বপন জানিয়েছেন সাঁথিয়া (পাবনা) থেকে ঃ প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ কম হওয়ায় জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যবই বিতরণের সমস্যা দেখা দিয়েছে। পুরাতন, ছিন্ন ও পড়ার অনুপযোগী বই গ্রহণে অনীহা জানিয়ে অভিভাবকেরা শিক্ষক–শিক্ষিকা–দের সাথে বাক–বিতন্ডায় লিপ্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

জানা গেছে জেলার ৬শ' ৬৪টি সরকারি ও প্রায় ৪শ' বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে তিন লাখ ছাত্রছাত্রীর জন্য বাংলা ও পরিবেশ পরিচিতি এবং সমাজ বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যবই অর্ধেকের কম সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীদের পুরাতন জমাকৃত বই দিয়ে চাহিদা পূরণ করতে বলা হয়েছে। নতুন বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক হাজার। ফলে সংকট আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে পুরতান বইগুলোর বেশির ভাগই প্রথম ও শেষের পৃষ্ঠার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক বইয়ের ভেতরের পৃষ্ঠাও নেই।

এদিকে পাবনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, পাবনা জেলার জন্য সর্বমোট ৯ লাখ ৮৪ হাজার ৪শ' ৮০ খানা বই সরবরাহ করা হয়েছে। আরও ৫ লাখ বই প্রয়োজন। উল্লেখ্য, প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ৩টি করে এক সেট বই এবং তৃতীয় শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৯ লাখ বই সংবলিত এক সেট বই ধরা হয়।